ভুলের খেলা

(প্রহসন)

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ষ্টার থিয়েটারে
প্রথম অভিনয়—৩রা বৈশাখ, ১৩২৮

কলিকাতা
১৩২৮

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

পরিগ্রহণের তারিখ

প্রিণ্টার শ্রীকুলচন্দ্র দে

শাস্ত্র প্রচার প্রেস

৫ নং ছিদাম মুদির লেন

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর

স্ুকবি শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

মাষ্টার,

গল্পটী তোমারই দেওয়া, কথা ও গান তোমার ও নিত্যগোপালের। আমি কেবল তুমি ও নিত্যগোপাল রূপ জুড়ী ঘোড়ার রাশ ধরিয়া বসিয়াছিলাম। ডাইনে বাঁয়ে চালাইবার প্রয়োজন হয় নাই—তোমরা এমনি শিক্ষিত—এমনি সুবুদ্ধি। কেবল রাশ ধরার খাতিরেই আমি ইহার প্রণেতা বলিয়া নিজেকে চালাইতেছি। সুধীজন ভাল বলেন, কৃতিত্ব আমি লইব; মন্দ বলেন, তোমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আমি সরিয়া দাঁড়াইব। ইহাই আমার তোমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের প্রতিদান।

প্রীতিবদ্ধ

নির্ম্মলশিব

নিবেদন

গল্পটী ঠাকুরমার আমলের ; সেই জন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের "সুবর্ণ গোলকের" ব্যর্থ অনুকরণ হইবে জানিয়াও ইহার রচনায় সাহসী হইয়াছি। ভাবিবার চিন্তিবার সময় পাইলে হয় এটা লিখিতাম না নয় আর একটু ভাল করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু থিয়েটারের তাগাদা ছিল জোর। এমন জোর যে এক দিকে রিহার্শেল চলিতেছে, এক দিকে গান বাঁধিবার জন্ত মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি চলিতেছে। সুহৃদ্বর অপরেশ বাবু তাহার প্রধান সাক্ষী, কারণ শেষে তাঁহাকেই একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে।

বিনীত

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রহসনোক্ত পাত্র-পাত্রীগণ

সাধু।	
লাতু	চাকরে গৃহস্থ
পাতু	ঐ মধ্যম ভ্রাতা
ছাতু	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা

ভট্টাচার্য্য ও প্রতিবেশীগণ

মাতু	সহায়হীনা গ্রামের ঠানদিদি ; লাতু প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়ের বাড়ীতে রাঁধিয়া জীবনযাপন করে ও তাহাদিগকে অন্তরঙ্গের ন্যায় আদর যত্ন করে।

সংগঠনকারীগণ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত শিক্ষক	„ { জানকীনাথ বসু রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
বংশীবাদক	„ অমৃতলাল ঘোষ
সঙ্গতি	„ বনবিহারী পান
ষ্টেজ-ম্যানেজার	„ অমূল্যচরণ সুর
স্মারক	„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
নৃত্যশিক্ষক	„ ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

লাতু	শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
পাতু	„ তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
ছাতু	„ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
সাধু	„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
ভট্টাচার্য্য	„ ননীগোপাল মল্লিক
মাতু	শ্রীমতী কুমুদিনী

প্রস্তাবনা

রঙ্গিণীগণ

(গীত)

ভুলের খেলায় ভুল ভেঙ্গে নাও
ভুল করিবার আগে।
শেষে ফস্‌কায় যদি তালটী তোমার
ফেরাবে কোন্ বাগে ॥
গৃহীর ভুলে গৃহ নষ্ট
রাখ জেনে কথা স্পষ্ট ;
অতিথির ভাগ দিতেই হবে,
মনে যেন সদাই জাগে ॥

প্রথম দৃশ্য।

পল্লীগৃহ—সম্মুখে পথ। (গৃহে মাতু, লাতু পাতু ও ছাতু)

মাতু। তাইতো দাদা, এতদিন পরে তোরা বিদেশ থেকে এলি, আবার এরি মধ্যে চলে যাবি ?

লাতু। কি ক'রবো ঠাকুমা, চাকরিতো ছাড়তে পারবো না; আর পনেরো দিনের যায়গায় সতেরো দিন থেকে মনিবকেও চটাতে পারবো না।

পাতু। দুনিয়ায় আর সবাইকে চটাতে পারি, পারিনা কেবল ঐ মনিবকে; দুনিয়ায় সবই ছাড়তে পারি, পারি না কেবল ঐ চাকরিটে।

ছাতু। দেখ বড়দা, তোমাতে আর মেজদাতে—

(নেপথ্যে সাধু)। গৃহে কে আছ? দ্বারে অতিথি।

ছাতু। বিদেশে মজা ক'রে থাকবে, আর আমি বুড়ো ঠাকুমাকে আগলাবো, জমিজমা আগলাবো, গরু বাছুর আগলাবো, এমন ক'রে কদ্দিন চলবে বলত?

(নেপথ্যে সাধু)। বাড়ীতে কে আছ? দ্বারে অতিথি।

মাতু। তাহ'লে দাদা তোদের না আসলেই নয়? আজই তোরা সব আসবি?

(নেপথ্যে সাধু)। বাড়ীতে কে আছ? দ্বারে অতিথি।

পাতু। ওরে ছোট, দুষ্টবুদ্ধি করিস্‌নি; বেশ বুঝে সুঝে ঘর দোর সামলে থাকবি।

লাতু। আর ঠাকুমা, একজন ত তোমার কাছে রইলই, যাহ'ক মন ঠাণ্ডা ক'রে থেকো; আবার আমরা শিগ্যির আসছি।

(নেপথ্যে সাধু)। তোরা এতদূর আত্মবিস্মৃত হ'লি যে দ্বার হ'তে অতিথি বিমুখ হ'লো? এ অভিশপ্ত ভিটেয় যে থাকবে, তার যেন মতিভ্রম হয়। হিন্দু হ'য়ে তোদের এতদূর অধঃপতন হয়েছে? তোরা শাস্তির যোগ্য। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আর এই মন্ত্রঃপূত জল দিয়ে গণ্ডী দিয়ে গেলেম। এই বেড়ার ওপারে যারা থাকবে, যারা যাবে, তাদের মতিভ্রম

হবে, কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না এই মুহূর্ত্ত থেকে তোদের মতিভ্রম হ'তে আরম্ভ হ'ক! তোদের দেখে লোকে যেন শিক্ষা করে গৃহস্থের বাটী হ'তে অতিথি বিমুখের পরিণাম কি! এই বেড়ার এ পারে আবার তোরা সহজ মানুষের মত হ'বি—আর তোদের মতিভ্রম থাকবে না।   [প্রস্থান।

ছাতু। আহা একটা বাঁয়া থাকলে দাদাদের যাবার আগে একটা বিদেয় গান গাইতুম।

মাতু। (মেজকে দেখাইয়া সলজ্জভাবে) ঐ যে র'য়েছে, তুমি কাণা নাকি, দেখতে পাচ্ছ না?

ছাতু। (ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া) তাই ত বাঁয়াই ত বটে! (মেজর বাঁয়া হইয়া অবস্থিতি) আরে আবার একটা তবলাও ত র'য়েছে (বড়র তবলার মত অবস্থিতি)

(গীত)

কেন যাবি? কেন যাবি? সে ঘোরশ্মশানে?
সেত কর্ম্মক্ষেত্র নয়, অপমানালয়,
কত অপমান হয় সেইস্থানে।
রোজগারের লাগিয়ে তথায় ছুটে যাবি,
(অত ছুটিস্‌নে ভাই, ধপাস্ ক'রে প'ড়ে যাবি
অত ছুটিস্‌নে ভাই!)
মনিবের কঠোর হাতে কানমলা খাবি।
(চাকরী কাজ কি ভাই? জমীজেরাৎ থাকতে
চাকরী কাজ কি ভাই)
(ওরে) ঘরের বিষয় পরে খায় সব, দেখে শুনে নে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ—বালিকাগণ

(গীত)

আয়লো আয় বকুলতলায় কুড়িয়ে মুকুল গাঁথি হার।
(সেথা) তারার কণা ছড়িয়ে আছে গন্ধে ভরা হৃদয় তার॥
আদর ক'রে আঁচল পূরে,
নে তুলে নে পরাণ ভ'রে,
(তারা) অযতনে আছে প'ড়ে, হয়তো ক'রে মুখটী ভার॥

তৃতীয় দৃশ্য।

গৃহাভ্যন্তর।

(একদিক দিয়া মাতু ও একদিক দিয়া ছাতুর প্রবেশ, ছাতুকে দেখিয়া মাতুর পলায়ন উদ্যোগ)

(গীত)

ছাতু।—কেন মাটি পানে চেয়ে চ'লে যাও,
(তোমার) হাসিতে কি ক্ষতি আছে, যদি না দাঁড়াও।
মাতু।—রহিব তোমার কাছে, এমন কি কথা আছে,
কে তুমি বট হে, হেন কথা কেন কও?

ছাতু।—নাহিক তিলেক জোর, তোমার প্রেমেতে ভোর,
প্রেমিক আমার নাম, দাঁড়াও দাঁড়াও।
মাতু।—ভালবেসে তব হৃদি, দিতে পারহে যদি,
বাহুতে আসি তবে বাহু মিলাও।
ছাতু।—এস তবে কাছে এস,
মাতু।—ব'স তবে পাশে ব'স,
উভয়ে।—মিলনে বাঁধন জগতে জানাও ॥

ছাতু। প্রিয়ে!

মাতু। নাথ!

ছাতু। বল, এ জগতে তুমি একমাত্র আমার?

(গীত)

মাতু। (সুর) যতদিন পেটে খিদে রহিবে, আমি তোমারই
ওগো নেহাৎ তোমারই
ছাতু। (সুর) (যদি) পাতা নিয়ে এস, পিঁড়ি পেতে ব'স
আমি তোমারই, আমার ভাতও তোমারই ॥
মাতু। (সুর) যদবধি পেটে ক্ষুধা বোধ করেছি
তদবধি আমি ভাত আর খুঁজেছি,
(তাই) নিশিদিন প্রাণ তোমারে চাহে
হেরিতে তোমারে মুখ তোমারি ॥

(নেপথ্যে লাতু)। ওরে ছাতু! জিনিসপত্র গুলো শীঘ্র গুছিয়ে নিয়ে আয়; এদিকে যে দেরী হয়ে গেল।

ছাতু। যাই ভাই। এস প্রিয়ে, যখন তোমাতে আমাতে এমন

সম্বন্ধেই আবদ্ধ হ'লাম, তখন পত্নীর যে কার্য্য—পতিকে একটু সাহায্য কর।

মাতু। বল নাথ, সাহায্য কি? তোমার জন্য আমি সব ক'রতে প্রস্তুত।

ছাতু। ভায়েদের যাবার সুবিধার জন্যে কি কি দরকার একটা ঠিক করে নাও দেখি।

মাতু। চাই খাবার, তার পর চাই বিছানা, আর সর্ব্বপ্রথমে চাই রাহা খরচ।

(ইত্যবসরে একটী রামছাগলের প্রবেশ)

ছাতু। মাতু, ক্লেশ ক'রতে হ'ল না; ময়রা বাড়ী থেকে সন্দেশ আপনি হেঁটে চ'লে এসেছে। এস এস গামছায় জড়িয়ে নাও (তথাকরণ)

মাতু। সন্দেশ তো হ'লো; পথে যেতে ভাত তো খেতে হবে—অনেকক্ষণের পথ। চাল ডাল না হয় পথে কিনতে মিলবে, মাছ ত মিলবে না; মাছ কিছু সঙ্গে দেওয়া দরকার।

ছাতু। মাতু! ভগবান অনুকূল। ঐ দেখ বেড়ার কোণের পুকুরটায় দুটো মাকড়ী-পরা পোষা মাছ ভেসে উঠেছে। (দুটী কলার পরা কুকুর ছানার প্রবেশ) শীঘ্র ক্ষেপলা জালটা আনতো, এক ক্ষেপ মারি।

(মাতুর প্রস্থান, জাল লইয়া প্রবেশ, ছাতুকে প্রদান, ছাতুর জাল নিক্ষেপনানন্তর কুকুর ছানা দুটীকে ধৃত করণ ও কুকুর ছানা দুটীর কেঁউ কেঁউ শব্দ)

(গীত)

মাতু ।—বাছা, কার তরে তোরা কাঁদিস্, বাছা কার তরে তোরা কাঁদিস্
দোকলা এই পুকুরে ?
ছাতু ।—ওদের ভবের খেলা সাঙ্গ হ'লো
এই যে দিন দুপুরে ।
মাতু ।—ওদের তাতে কিবা ভয় ?
ব্রাহ্মণ ভোগে লাগবে ওরা, তবু কেন গো না সয় ?
ছাতু ।—ওদের যে বুদ্ধি মোটা
বোঝে না ভাগ্য সেটা
উভয়ে ।—হরি ব'লে যাবে চ'লে ওগো সেই বৈকুণ্ঠপুরে ॥

(নেপথ্যে পাতু)। ওরে দাদা আর দেরী করা যে চলে না রে। বেরুবার সময় হয়ে এল।

ছাতু। হাঁ রে ভাই, সব হয়ে গেল, কেবল বিছানাটা বাঁধতে বাকী ; দাঁড়াও মাতু, আমি বিছানা বালিশ নিয়ে আসি। (প্রস্থান ও এক ঝাঁকা ঘুঁটে লইয়া প্রবেশ ও মাতুর তাহা কম্বলে বন্ধন)

(নেপথ্যে লাতু)। কই দাদা ! কি হ'লো ?

ছাতু। এই যে ভাই সবই প্রস্তুত। তোমাদের জন্যে জলখাবার, পুকুরের মাছ, বিছানা পত্র, সবই ঠিক ক'রেছি। এবার এদিকে এস, রাহা খরচ ও জিনিষপত্র সব বুঝে সুঝে নাও।

(লাতু ও পাতুর প্রবেশ)

লাতু। (মাতুর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি ও স্বগতঃ) আহা কে এ রূপসী !

পাতু। (মাতুর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি ও স্বগতঃ) আহা ! কে এ ষোড়শী !

ছাতু। (জনান্তিকে) প্রিয়ে এ স্থান ত্যাগ কর। এ ছোঁড়া দুটোর গতিক বড় সুবিধে বোধ হ'চ্ছে না।

মাতু। ওমা 'কি ঘেন্না! ছোঁড়া দুটো কট্‌মট্ ক'রে চাইছে দেখ। চোক্ দিয়েই যেন গিলে খাবে। ছি, ছি, ছি, ছি, ছি।

লাতু। তাইতো দাদা। এ ত বেশ ভাল সন্দেশ দেখছি, আর দিয়েছেও ত অনেকটা। ও বাবা! এ যে আবার গুঁতোয় দেখছি?

পাতু। আরে বা, বা, বা, মাছ কোথা থেকে যোগাড় হ'ল? (কুকুর দুটোর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) শাকের সেরা পুঁই আর মাছের সেরা রুই। ওঃ পোষা মাছ দেখ্‌ছি—নাকে মাকড়ি।

লাতু। দাদা, সবই তো ক'ল্লেন কিন্তু এমন বেকুবের মত কাজটা ক'ল্লেন কেন? জল খাবার গেলাস যে একটা সঙ্গে দিতে হয়, সে আক্কেলটা হোল না? আক্কেল আর হবে কবে?

ছাতু। ও! সব নবাব এলিরে! একি আমার দায়? এত সব ক'রে কম্মে দিলুম, কোথা কৃতজ্ঞ হবি তা না হয়ে—

লাতু। (একটা জালা দেখিয়া) আচ্ছা আচ্ছা এই যে একটা ছোট গেলাস র'য়েছে, এইটে নিলেই হবে এখন।

ছাতু। (একটা মুগুর লইয়া) তা বেশ, ওইটেই নে। আর রাহা খরচের জন্য এই তহবিলটা নে।

পাতু। (একখানা বড় জলচৌকী দেখিয়া) না দাদা তোমার আক্কেল নেই বলেছিল, সেটা ভুল। একেবারে গাড়ী যোতা, গরুর কাঁধে জোয়াল পর্য্যন্ত দিয়ে রেখে দিয়েছ।

ছাতু। (জনান্তিকে) মাতু! এখনও দাঁড়িয়ে? দেখছ না ছোঁড়া দুটোর চাউনি। (প্রকাশ্যে) চল আমরা যাই, দেখি ছোঁড়ারা কোথায়

কি সব ফেলেছে ; সব গুছিয়ে এক জায়গায় জড় করি ; আর নিয়ে যাবার জ' একজন লোকটোক দেখি।

[মাতু ও ছাতুর প্রস্থান।

(লাতু ও পাতু দুই ধারে দাঁড়াইয়া মাতুর প্রস্থিত পথে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ও গীত)

লাতু।—আমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে দেখ গো পালায়,
পাতু।—চোখের দায়ে পরাণ আমার জ্বলিল জ্বালায়।
লাতু।—   চলন বলন ফেরণ কিবা
          কিবা ঠমক ঠাট
ছাতু।—তিলেক থেকে কেবল আমায় খাইয়ে গেল লাট,
উভয়ে।—অমন রতন যতন করে রাখিব মাথায়।

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

(প্রতিবেশিনীগণের গীত)

পাশের বাড়ীর ওদের কথা, শুনেছ কি গো শুনেছ কি ?
শুনেছি শুনেছি শুনেছি—হাসি আর রাখতে নারি হি-হি-হি।
ওরা দিনের আলোয় রাত ক'রে সব, দেখছে জগৎ অন্ধকার,
ভাই দাদা আর ঠাকুরমায়ে হ'য়ে গেছে একাকার,

(আমরা) সব শুনেছি সব শুনেছি সব শুনেছি,—
কইবার ত ছিল না কথা, এত দিনে পান্তভাতে প'ড়ল ঘি।
হি—হি—হি—হি—হি—হি ! !

পঞ্চম দৃশ্য।

গৃহ-সম্মুখ।

(ছাতু ও মাতু)

ছাতু। প্রিয়ে এ হেন শুভদিন না আসিবে আর
গৃহের ঝঞ্ঝাট যত লতেছে বিদায়,
তোমায় আমায় শূন্য গৃহে
পেট ভ'রে কহিব প্রেমের কথা।
জানাইব পরস্পরে যত ব্যথা সঞ্চিত হৃদয়ে।
ভাত যবে চড়াবে উনানে
আমি গিয়া কাঠি দিব তাতে,
সব কাজে সহকারী হয়ে রব সাথে
চোখের আড়াল কভু না হইবে দিব।

মাতু। নাথ ! শুনে তব প্রেমাভাষ বচন-বিন্যাস,
রোমাঞ্চ হ'তেছে কায়,—
হায়, হায় ধরণী চরণ নাহি ধরে—
চাহিছে হৃদয় শূন্য পথে উড়িতে আকাশে।

ছাতু। না—না—বালা, অবলা সরলা,
উড়িবারে করোনা প্রয়াস—
ধপাস্ করিয়া যাবে পড়ে,
ভেঙ্গে যেতে পারে দুটী ঠ্যাং ;
এস, শীঘ্র আগাইয়া দিই ভ্রাতৃদ্বয় ॥

(চৌকাটের বাহিরে আগমন)

মাতু। ও দাদা ছাতু, লাতু পাতু যে অত তাড়াতাড়ি ক'চ্ছিল যাবার জন্তে, তাদের ডাক, মাহেন্দ্রক্ষণ ব'য়ে যায় যে।

ছাতু। ও দাদা তোমরা সব এস ; যাত্রা টাত্রা ক'রে আবার ঘরের কোণে ব'সে রইলে যে ? এখন মাঠে ধান, গাড়ি ত চ'লবে না, হেঁটেই ত যেতে হবে, সকাল সকাল বেরোও, এদিকে যে রদ্দুর চ'ড়লো।

লাতু। এই যে দাদা যাচ্ছি, লটবহর বড্ড বেড়ে উঠেছে, দু'জনে দোক্‌লা সামলাতে পাচ্ছি না।

(বলিতে বলিতে জ্বালাটা লইয়া দরজার কাছে আগমন)

ধর দাদা ধর, জলের গেলাসটা সামলাতে পারছি না।

(ছাতুর অবাক হইয়া নিরীক্ষণ)

মাতু। ঐ ! ক্ষেপেছিস্ নাকি ? ওর মধ্যে যে হাজারটা গেলাস ধরে !

ছাতু। হাজারটা গেলাসের গর্ভধারিণী এই জ্বালা হ'ল তোমার গেলাস ! খোরাকটা তোমার কেমন দাদা, যা খেয়ে এই গেলাসের এক গেলাস জল খাও ?

লাতু। আহা নেকা সাজছ সব। তোমরাই যোগাড় করে দিলে।

পাতু। ওরে সর্, সর্, গাড়ীখানা বেরুবে।

(একটী খাটিয়ায় চাপিয়া হ্যাট্ হ্যাট্ করিতে করিতে দরজার নিকট আগমন। ইত্যবসরে লাতুর বাহিরে আগমন ও অবাক হইয়া পাতুর্র কার্য্যের উপর দৃষ্টি। ছাতু ও মাতু অবাক)

লাতু। ঐ, এ ছোঁড়া দেখছি এর পর হাওয়ায় লাগাম লাগিয়ে সাত সমুদ্র পার হবে। খাটিয়াকে বলে গরুর গাড়ী!

মাতু। (লাতুর প্রতি) তুমিও দাদা কম যাওনা। একটা জালাকে বল গেলাস!

লাতু। এ সব কি বলছ তোমরা? সব প্রলাপ বকছো নাকি?

ছাতু। প্রলাপ আর বকবে কি? আমাদের বাড়ীটি প্রলাপের জোলাপ নিয়ে বসেছে। ঐ দেখনা দরজার কাছে কাণ্ডটা।

পাতু। ও ভাই লাতু, গরু দুটো যে বেরুতে চাচ্ছে না। আয় ভাই টুরীটা একবার ধরে দে; আমি গরু দুটো তাড়াই।

লাতু। হ্যাঁরে তুই কি নিতান্তই ক্ষেপলি? খাটিয়া হেঁচ্ড়ে ত আসছিস—গরু পেলি কোথা? এমন গাধাও ত দেখিনি।

পাতু। কি! ছোট ভাই হয়ে তুই দাদাকে গাধা বলিস্? এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা! দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি। (চৌকাটের বাহিরে আগমন) কি বলছিলেন দাদা?

লাতু। বলব আর কি! বলছিলাম যে তোর মত এমন গাধা তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—একটা খাটিয়াকে বলছিস গরুর গাড়ী!

পাতু। কে? আমি? কখন?

লাতু। এই যে, এই মাত্র। এই যে তোর খাটিয়া, চোখ চেয়ে দেখ্ না।

পাতু। দাদা, আমি কি নেশা করেছি না পাগল হয়েছি যে

খাটিয়াকে গরুর গাড়ী বলব? তোমারই মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়েছে, তুমি চিকিৎসা করাও।

ছাতু। এরা দু'জনেই পাগল—অথচ পরস্পরে পরস্পরকে পাগল বলছে, এতো বড় মন্দ মজা নয়!

মাতু। তাইত, ব্যাপারখানা কি? এরা চৌকাঠের ওদিকে পাগলের মত ব্যবহার করছে, আর চৌকাঠের এদিকে বেশ সহজ মানুষের মত কথা কইছে। যাক্, তোমাদের ঝগড়া রেখে দাও—

ছাতু। দিয়ে এখনি যাত্রার উদ্যোগ কর। মোট পোঁটলা খাবার দাবার সব বাঁধা হয়েছে তো?

লাতু। সেকি! সেটা যে তোকে বাঁধতে বলেছিলাম।

ছাতু। আমাকে? কখন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে যেন পড়ছে—কতকগুলো কি বেঁধেছিলাম।

লাতু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও যেন মনে পড়ছে কতকগুলো কি আমাদের দিয়েছিলি।

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মাতু। যাক্, এখন মনে পড়াপড়িতে আর কাজ নাই। যা যা দরকার এখন সব ঠিক করে নাও।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পল্লীপথ।

(নাগরিকাগণের গীত)

কি পাগল করা হাওয়া এল পাশের বাড়ীতে।
খাটিয়ায় শুয়ে ক'ল্লে মনে যাচ্ছে চ'ড়ে গরুর গাড়ীতে॥
হোথা দু'ভাই গেল বজায় ক'রতে চাকরী,
হেথা ঠান্‌দি মরে বিয়ের তরে, লাজে মরি মাইরী;
ছোট্‌টা আবার উঠ্‌লো ক্ষেপে
তার প্রেম ধ'রেছে বুকটা চেপে,—
কি জানি কে দেয় লো চাল, কার বা খালি হাঁড়ীতে?
বুঝি রাসে হ'বে চড়ক গাজন
চাঁড়াল পাড়ায় বামুন ভোজন,
কুকুর হোল মাছের সেরা, মোণ্ডা ঝরে ছাগল দাড়ীতে॥

সপ্তম দৃশ্য

(ছাতু)

ছাতু। তাইত কতদিন আর এমন করে বুকের আগুন ছাই চাপা রাখবো। ভাইদের চিঠি লিখেছি তারা টাকা পাঠাক্ আর আমি এদিকে বিবাহের ব্যবস্থা করি। তাদের কাছে এখন পাত্রের কথা ভাঙ্গা

সী - ১২৬
Acc 29002
১০।১।২০০৬

নয়; তা হলেই গোল বেধে যাবে। ছি, ছি, তারা কি পাষণ্ড। বাড়ীতে থুবড়ো মেয়ে, বয়েস উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর তারা নিশ্চিন্ত! কিন্তু মাতুকে অন্যে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে?

হায় হায় কেমনে সহিব এ জ্বালা।
সরলা অবলা কর্পূরের মত যাবে উবে চক্ষের সম্মুখে!
গন্ধরূপ স্মৃতি মাত্র রহিবে তাহার
নাসিকা ভিতরে মোর!
না—না—কভুনা—কভুনা,—
এ কার্য্য দিব না হতে, পরাণ থাকিতে মোর।
আমিই বা অযোগ্য কিসে?
আমারও ত প্রশান্ত ললাট,
সুবিশাল ঠাট, কুঞ্চিত নয়ন, প্রশান্ত বদন,
কেন তবে ত্যজি বল আশা।

(অন্তরালে অবস্থান)

(মাতুর প্রবেশ ও গীত)

ওগো আমার বিয়ের বয়স উৎরে গেল বিয়ে হ'ল কই।
বুঝি প্রজাপতি পতির মাঠে পাকা ধানে দিচ্ছে মই॥
দিন গুণে গুণে রাত আসে
আমার রাত কাটে গো কার আশে,
আমি দেখি না'ক আশে পাশে—হাঁড়ী গোবর কাঁথা বই।

(গীত)

ছাতু।—ওগো পাশে তোমার মদনমোহন তবু দেখ গোবর কাঁথা।
দেখ দেখি ঘাড়ে তোমার আছে কিনা আছে মাথা।

হাম্‌লে আমি তোমার তরে,
সকল কাজই করি ঘরে
তোমার বিছানাটী ঢাকৃতে আমি ফুরসৎ পেলে কাটি সুতা ॥

ছাতু। দেখ মাতু, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ গুরুতর কথা আছে।

মাতু। (স্বগতঃ) ভগবান সুপ্রসন্ন, বুঝি এইবার বিয়ের কথা পাড়ে। (প্রকাশ্যে) কি কথা? (ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া) বলেই ফেল না।

ছাতু। তাহলে তুমি বুঝেছ?

মাতু। হুঁ, তবু নিজ মুখে একবার বলনা শুনি, তাহলে শোনার কিছু রস হয়।

(গীত)

ছাতু।—বলবো কি আর কথার মধ্যে বয়ে হ্রস্ব ই বয়ে আকার হ
মাতু।—কার গা, কার গা, কার গা, কথা স্পষ্ট করে ক।
ছাতু।—তোমার সঙ্গে মিলবো আমি
মাতু।—ওমা একি কথা বল তুমি
তোমার কথা শুনে মনে আমার
হচ্ছে দন্ত্য স ময়ে হ্রস্ব ই হ।

ছাতু। না মাতু; এসব সমিহ টমিহর কথা নয়। লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন এমন করে মনের আগুন চাপা দিয়ে রাখি বল দেখি? তোমারও বিয়ের বয়স পেচুচ্ছে বই এগুচ্ছে না। সেই জন্যে আর সময় নষ্ট না করে আর সব ভাইদের পত্র লিখে দিয়েছি। তারা আসুক আর নাই আসুক, টাকা কড়ি পাঠাক্‌ আর নাই পাঠাক্‌, এ কাজ আমি ফেলে রাখ্‌বো না।

মাতু। তা আমি তার কি বলবো বল। তোমরা পুরুষ মানুষ যা ভাল বোঝ তাই কর। কিন্তু আমিও স্পষ্ট কথা বলি, আমারও অনিচ্ছা নেই।

(নেপথ্যে পাতু)। এই ছাতু, দরজা খোল্। একি ছোটলোকের ঘর পেয়েছিস্ যে বুড়ী বিধবার আবার বিয়ে দিতে বসেছিস্? আর বুড়ীকেই বা কি বলবো! গলায় দড়ি জোটে না? মরবার বয়সে বিয়ের সাধ! খোল্, শীগ্‌গির দরজা খোল্। (দরজায় ধাক্কা দেওন)

মাতু। আ গেল যা! বুড়ী বুড়ী বল্‌ছে কাকে? আমার এখন নব যৌবন, আমায় বলে কিনা বুড়ী? না—না—এটা বোধ হয় আদরের বুড়ী। ছোট মেয়েকে যেমন আদর করে বুড়ী বলে ডাকে, এও সেই বুড়ী।

ছাতু। ঐ যে ছোঁড়া দুটো ফিরেছে। ভারী মেজাজ গরম দেখ্‌তে পাচ্ছি যে।

(নেপথ্যে লাতু)। ওরে ছাতু, ওরে হতভাগা! আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? কি হচ্ছে কি ঘরে? শীগ্‌গির খুলে দে বলছি। (জোরে করাঘাত)

ছাতু। দাওতো মাতু দরজাটা খুলে (মাতুর কয়েক পদ অগ্রসর ও ছাতুর তাহাকে ধরিয়া আটকান)। উঁ হু হু তোমার যাওয়া হবে না, ছোঁড়া দুটোর তোমার উপর টাঁক আছে। (ছাতু গিয়া দরজা খুলিয়া দিল)

(লাতু ও পাতুর ভিতরে প্রবেশ)

লাতু ও পাতু উভয়ে। এই যে দাদা, ভাল আছেন? প্রণাম।

(মাতুর গলবস্ত্র হইয়া লাতু ও পাতুকে প্রণাম)

লাতু। শীঘ্র সুপাত্রে বিবাহ হ'ক।

পাতু। স্বামী সোহাগিনী হও।

মাতু। (অর্দ্ধ স্বগতঃ) সোহাগিনী ত হয়েই রয়েছি, এখন কায়েমী হ'লেই বাঁচি। (ছাতুর দিকে অপাঙ্গে চাহিল)

লাতু। দেখ মাতঙ্গিনী, তুমি বিবাহ যোগ্যা হ'য়েছ। আর জান আমিও অবিবাহিত। তার উপর আমি রোজগেরে লোক। হাতে একটা বাঁশী দিলে চেহারাও ঠিক মদন-মোহন। অতএব আমার সবিনয় নিবেদন আমার গলে বরমাল্য প্রদান ক'রে নিজেকে এবং আমাকে কৃতার্থ কর।

(মাতু একগাল হাসিয়া ফেলিল)

ছাতু। কি ! এ হেন ধৃষ্টতা তোমার লাতু ?
ছিনাইয়া নিতে চাও রে দুর্ম্মতি
বাক্‌দত্তা মাতুরে আমার !

(লাতুর প্রতি কটমট করিয়া চাহিল)

পাতু। মাইরি আর কি! উনি চাকরে, মদনমোহন,—ওঁর বাকদত্তা, আর আমি শালা বুঝি বানে ভেসে এসেছি ? কেন ? আমিই বা কি কম মদনমোহন, নাকি মাইনে কম ? আমিই মাতুর পাণি-পীড়ন ক'রবো।

(মাতুর একটু অধিক মাত্রায় একগাল হাসি)

ছাতু। এ হেন প্রলাপ কভু শুনিনি শ্রবণে,
যদিও চাকরী হীন, বাড়ীতে কাটাই দিন,
ইচ্ছিলে হইতে পারি ট্রাম কন্‌ডাক্‌টার,

নিদেন নীল-কোর্ত্তা রেলের খালাসী।
আর চেহারার কথা? ময়ূর পাইলে কাছে,
চড়িয়া তাহার পিঠে, যে পথে যাইব চলে,
ষড়ানন বিনা কেহ বলিতে নারিবে।
যে নারী চাহিবে সেই মুরতির পানে,
মূর্চ্ছা গিয়ে মদনের বাণ বিদ্ধ হয়ে,
কদলী তরুর মত পড়িবে রাস্তায়!
জ্যেষ্ঠেতে বাকদত্তা যেই সরলা বালিকা
জোর ক'রে তা'রে চাস্ বিবাহ করিতে?
ছাগাধম সম এই আচরণ তো সবার
শোণিত থাকিতে দেহে কখনই দিবনা করিতে।
(মাতুকে আগ্‌লাইবার জন্য বীরের মত দণ্ডায়মান হওন)

(গীত)

লাতু। কখ্‌খনো না—কখ্‌খনো না—কখ্‌খনো না—
রক্ত-নদীর বন্যা হলেও মাতঙ্গিনী ছাড়বো না।
(ছাতুকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল ও নিজে তাহার স্থানে দাঁড়াইল)
মাতু। (স্বগতঃ) আমার কপালগুণে তিন্‌টে স্বামী
লোকের একটা জোটে না।

পাতু। তোদের কিসের এত টান,
মাতু আমার প্রাণের প্রাণ,
পিট্‌টান্ দে, নইলে নে'ব দুজনারি গর্দ্দানা।
(লাতুকে সরাইয়া দিল)

মাতু। (আহ্লাদে স্বগতঃ) আমার কপালগুণে……ইত্যাদি

ছাতু। বীর-ভোগ্যা সুন্দরী যে, সেটা তোদের নাই জানা।

(লাঠি আনিয়া ঘুরাইয়া)

যুদ্ধ ক'রে কন্যা হরণ বীরের তাতে নাই মানা।

মাতু—(স্বগতঃ অতিরিক্ত আহ্লাদে) আমার কপালগুণে…………

মাতু। (সলজ্জ ভাবে) ওগো তোমরা এত ঝগড়া ঝাঁটী করছো কেন? পাশেই ত ভট্‌চাজ্জি মশায়ের বাড়ী। তিনি বিজ্ঞ লোক। তাঁকে ডাক না, তিনিই বিধি দেবেন এসে!

তিনভাই সমস্বরে। ও ভট্‌চাজ্যি ম'শায়—ও ভট্‌চাজ্যি ম'শায়।

(নেপথ্যে ভট্টাচার্য্য)। কিহে তোমাদের ব্যাপারখানা কি? বাড়ীতে যেন বৃষোৎসর্গ চল্‌ছে!

ছাতু। বৃষোৎসর্গ নয়—মাতুৎসর্গ। কাকে উৎসর্গ করা উচিত তার বিধি দিয়ে যান। শীগ্‌গীর আসুন, কাল উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

(নেপেথ্যে ভট্টাচার্য্য)। অ্যাঁ বল কি? মাতু ঠাকুরুণের বিয়ে কিহে? সে যে তোমাদের উনষষ্টিবর্ষীয়া পিতামহী—বিবাহের অখাদ্যা!

(ভট্টাচার্য্যের ভিতরে প্রবেশ ও মাতঙ্গিনীর উপর লোলুপদৃষ্টি ও গীত)

শশধর শোভা জিনি সুন্দর বদনং,
পারিজাত-লতা জিনি ছিপ্‌ছিপে গঠনং;
(এ যে ষোড়শী রে)

লাতু। (স্বগতঃ) আ ম'লো। ভট্‌চাজ্জি মশায় এ আবার কি সব অং বং ব'লছেন! বোধ হয় বিধি খুঁজছেন।

পাতু। সালিশ্‌ করুন ভট্‌চাজ ম'শায় কে বিবাহের উপযুক্ত।

ভট্‌। আচ্ছা, আশ্বস্ত হও। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি ব'লেছে, অবহিত

হ'য়ে শ্রবণ কর। মাতৃ নিদেশে পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর মিলে দ্রৌপদীকে বিবাহ ক'রেছিলেন। কিন্তু সেটা দ্বাপরে। কলিকালে পঞ্চ স্বামী হ'তে পারে না—তিন স্বামী। তবে এক আধটা ফাঁও (নিজেকে দেখাইয়া) হ'লেও ক্ষতি নাই, অবশ্য সৎ ব্রাহ্মণ হওয়া চাই।

তিন ভ্রাতা। তবে দিন স্থির করুন।

ভট্। এর আর দিন দেখা দেখির আবশ্যক কি? এখনি এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন হ'তে পারে। বলত আমি এখনিই শালগ্রাম শিলা নিয়ে আসি।

মাতু। ওর আর বলাবলি কি? ছুটে আসুন না। (স্বগতঃ খুব আহ্লাদে ও সুরে) "তিনটের উপর শেষে বুঝি জুটলো গো এই বামনা।"

(ভট্টাচার্য্যের বহির্গমন ও মাতুর পাঁচটী পিঁড়ি স্থাপন এবং মধ্যের পিঁড়িতে স্বয়ং কন্যা হইয়া উপবেশন)

(নেপথ্যে প্রতিবেশীগণ)। এদের বাড়ীতে ব্যাপার খানা কি ভটচাজ? শুনছি নাকি এরা নিজেরাই ঠানদিদিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কাণ্ড খানা কি?

ভট্। কাণ্ড একেবারে অবাক কাণ্ড। ঠানদিদির যে বিয়ে হয় এ ত কোথাও শুনিনি। তোমরা সবাই মিলে গিয়ে, ভাই তিনটেকে মেরে সোজা করে দিতে পার?

(নেপথ্যে প্রতিবেশীগণ)। মার, মার, মার, (প্রতিবেশীগণের মালকোঁচা মারিয়া প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ এবং সকলের প্রবেশ করিয়াই একসঙ্গে হুলুধ্বনি)

১ম প্রতি। বাঃ যেমন কন্যা, তেমনি পাত্র ত্রয়!

মাতু। (সলজ্জ ভাবে) চতুর্থ পর্য্যন্ত বিধি আছে।

১ম প্রতি।' বেশ। বেশ। ভাল কথা। চতুর্থটী কে?

মাতু। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টি)

ভট্‌। এই যে আমাকেও চায়! (পিঁড়িতে উপবেশন)

(সকলের হুলুধ্বনি)

(নেপথ্যে সাধু)। বাড়ীতে কে আছ? দ্বারে অতিথি।—ওঃ এ যে দেখছি সেই ঘর। আচ্ছা দেখি আমার অভিসম্পাতের ফলে এদের বাড়ীতে কিরূপ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘ'টেছে। (ভিতরে প্রবেশ) এ কি! এযে দেখছি চার জনে মিলে এক ষাট বছরের বুড়ীকে বিবাহ ক'রতে চ'লেছে! মতিভ্রমে যে এদের এতদূর দুর্দ্দশা হবে তা আমারও কল্পনা ছিল না। সর্ব্বনাশ! এ অভিসম্পাত আমি এখনি তুলে নিলাম। তোমরা আবার প্রকৃতিস্থ হও! তোমাদের দেখে লোকে শিক্ষা করুক—বুদ্ধি বিপর্য্যয় না হ'লে লোকে অতিথিকে বিমুখ করে না।

[প্রস্থান।

(সঙ্গে সঙ্গে সকলের মতিভ্রম ঘুচিয়া গেল এবং লাতু, পাতু, ছাতু, মাতু ও ভট্টাচার্য, ম'শায় এক সঙ্গে সকলে লজ্জায় জিব কাটিয়া পরস্পরের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি দিতে লাগিলেন)

মাতু। ওমা কি লজ্জা!

[প্রস্থান।

লাতু। এ কি! এ বাড়ীতে বিয়ের যোগাড়? আমরা কি পাগল হয়েছিলাম?

ভট্টা। তাইতো ব্যাপারতো কিছুই বুঝতে পারছি না!

(রঙ্গিণীগণের প্রবেশ ও গীত)

ছি ! ছি ! ছি ! এ কি মতি ভ্রম।
(এদের) কারও ভুলের নাই পরিমাণ, কেউত নয়গো কম।
(এরা) পুরুত নিয়ে তিনটী ভা'য়ে
বিয়ে করে ঠাকুরমায়ে,
দেখে মোদের হাস্‌তে গিয়ে আটকে যায় যে দম—
বাঁচা গে'ল পড়লো এদের ভুলের গানে সম ॥

যবনিকা